পিপল পার আওয়ার

শোয়েব মোহাম্মাদ

পর্ব : ৪

অনলাইন মার্কেটপ্লেস পিপল পার আওয়ার সংক্ষেপে পিপিএইচের বিস্তারিত নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদনের চতুর্থ পর্বে অনালোচিত বিষয়গুলো নিয়ে কিছু জেনে নেই। গত পর্বে আলোচিত মোট আটটি অংশের বাকি চারটি হচ্ছে : ০১. সেটিংস, ০২. ওয়ার্কস্ট্রিম, ০৩. এন্ডর্স, স্টার ও লাইক, ০৪. আওয়ার্লি। আওয়ার্লি নিয়ে পুরো একটি পৃথক পর্বে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে, তাই এ পর্বে শুধু তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

সেটিংস

টপ নেভিগেশন বারের একেবারে ডান প্রান্তে আপনার প্রোফাইলের ছবি আছে। ওখানে ক্লিক করার পরই একটি কালো বক্স দেখা যাবে। যেখানে আপনার প্রোফাইল কমপ্লিটনেস থেকে শুরু করে ড্যাশবোর্ড, পেমেন্টস ইত্যাদি লিঙ্ক সংযুক্ত করা থাকবে। পেমেন্টস লিঙ্কের নিচেই দাঁতওয়ালা চাকার একটি আইকনসমৃদ্ধ লিঙ্ক Settings দেখতে পাবেন। ওখানে ক্লিক করলে এমন একটি পাতায় পৌঁছবেন, যেখানে পিপিএইচ অ্যাকাউন্টের যাবতীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করা হয়। Settings লেখার নিচে ধূসর রংয়ে চারটি ট্যাব করা লিঙ্ক রয়েছে। যেমন General, Notifications, Payments, Privacy।

General ট্যাবে ক্লিক করে আপনার পার্সোনাল URL-এর ডান দিকে এডিট বোতাম আছে, এটি এডিট করে নিন। ফলে আপনার নিজের পিপিএইচের একটি ইউআরএল থাকবে, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার নাম লিখে দিতে পারেন বক্সটিতে। বাকি অংশগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাসওয়ার্ড ও ই-মেইল আইডি এখানেই পরিবর্তন করতে পারবেন।

Notifications-এ ক্লিক করে আপনাকে কী কী বার্তা পিপিএইচ ই-মেইল আকারে জানিয়ে দেবে, তা স্লাইডারের মাধ্যমে পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

Payments সেকশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার ব্যাংকের বিস্তারিত তথ্য এখানে দিতে হবে। কাজ করার পর বায়ার আপনাকে টাকা প্রথমে Wallet-এ পাঠাবে। সেই ওয়ালেট থেকে টাকা উইথড্র দেয়ার পর আপনি এখানে উল্লেখ করা ব্যাংকে তা ট্রান্সফার করতে পারেন অনায়াসেই।

Privacy দিয়ে আপনি যা কাজ করছেন তা সবাইকে জানাবেন কি না তা নির্ধারণ করতে পারেন।

ওয়ার্কস্ট্রিম

ওয়ার্কস্ট্রিমে আপনি বায়ারের সাথে কথা বলার সুযোগ পাবেন। সবকিছু হিস্ট্রি আকারে সেভ করা থাকবে। আপনাকে বায়ার যদি কোনো মেসেজের উত্তর দিয়ে থাকে, তা ওয়ার্কস্ট্রিমই প্রদর্শন করবে। অনেকটা ফেসবুকের মতো কমেন্টের পিঠে কমেন্ট। তবে ওয়ার্কস্ট্রিম আরও অনেক কিছু করতে পারে। যেমন ইনভয়েস রেইজ করতে হলে তা ওয়ার্কস্ট্রিমেই করতে হবে। পাতার বাম দিকে আপনার প্রোফাইলের ছবির পাশে NOW লেখা থাকবে। ওখানে খেয়াল করুন ধূসর রংয়ের উইজেড দেয়া আছে। উইজেডে Send Message, New Proposal, Raise Invoice, Request Deposit আর Issue Refund অপশন দেয়া আছে।

প্রতিটিকে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন ওয়ার্কস্ট্রিমের নিচে ভিন্ন ভিন্ন বক্স অ্যাড হচ্ছে। একেকটির একেক ধরনের অপশন। নিচে তা তুলে ধরা হয়েছে।

ম্যাসেজ

এটি শুধু আপনার বায়ারের সাথে আলাপ করার জন্য ব্যবহার করুন। একেবারে সহজ বাংলায় কথাবার্তার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানে আপনি লিঙ্ক পেস্ট করতে পারবেন, তবে ছবি বা ভিডিও নয়।

নিউ প্রপোজাল

প্রপোজাল আওয়ার্লি বা ফিক্সট দুটিতেই করা সম্ভব। কাজের প্রস্তাবনা যদি থাকে তখন তা ফর্মাল আকারে ক্লায়েন্টকে দিতে পারেন, যাতে দাফতরিক স্বার্থে দুই পক্ষই পরিষ্কার থাকে।

প্রপোজালে ক্লিক করার পর ওপরেই বক্স দেখবেন। ওখানে টাইপ করুন কী প্রস্তাব দিচ্ছেন আপনার ক্লায়েন্টকে। মাথায় রাখুন ফর্মালি ব্যাপারটা লিখতে হবে। আর আপনার বায়ারের অফার করা কাজের বিবরণীর ওপর নির্ভর করে প্রপোজাল বড় কিংবা ছোট হবে, তবে শর্ট আর সিম্পলের বিকল্প নেই।

এবার নিচের ড্রপডাউন বক্সে ফিক্সেড, পার আওয়ার বা অ্যাড নিউ আছে। এখানে ঘণ্টাপ্রতি নাকি নিজের মতো ফিক্সড প্রাইজে প্রস্তাবটি দিচ্ছে তা বুঝিয়ে দেবেন।

প্রপোজালের আইটেম একাধিক করা যায়। প্রতিবার আইটেম যুক্ত করলে তার মূল্য ডান পাশের বক্সে উল্লেখ করে দিতে পারবেন।

নিচেই ডিপোজিট বক্স আছে। সেখানে যদি আপ-ফ্রন্ট পেমেন্ট অর্থাৎ কাজের আগেই বায়ারকে চার্জ করতে চান, তবে তাও করতে পারেন।

রেইজ ইনভয়েস

রেইজ ইনভয়েস তখনই করবেন যখন ক্লায়েন্টের দেয়া কাজ করা হয়েছে। মূলত নিউ প্রপোজাল আর রেইজ ইনভয়েস একই। তবে রেইজ ইনভয়েস করতেই হবে, যদি না আপনি বায়ারের পেমেন্ট রিসিভ করতে চান। মনে রাখবেন, আপনার পেমেন্ট সেটিং ঠিক থাকতে হবে, পেপাল বা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট যোগ করা থাকলে তবেই রেইজ ইনভয়েস করতে পারবেন।

প্রতিবার কাজ শেষ করে বিল করবেন রেইজ ইনভয়েসের মাধ্যমে। এখানে ডেসক্রিপশনে উল্লেখ করবেন কী কাজ করেছেন। যেমন লিগাল রাইটার লিখতে পারেন। Added 3 new Clauses এখন সেটার জন্য কী পরিমাণ চার্জ করবেন তা উল্লেখ করবেন।

রেইজ ইনভয়েসের টাইম পিরিয়ড খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পিপিএইচের টিঅ্যান্ডসি (টার্মস আর কন্ডিশন) অনুসারে প্রতিটি বায়ারকে ইনভয়েস রেইজের সাত দিনের মাথায় পেমেন্ট করতে হবে। তা না হলে তার ক্রেডিট কার্ড তথা এস্ক্রো ডিপোজিট থেকে আপনার ওয়ালেটে নিজে থেকেই টাকা চলে আসবে। তাই যেদিন কাজ শেষ হবে তা জমা দেয়ার পরই উল্লেখ করুন টাইম পিরিয়ডে কবে কাজ শেষ করলেন।

রিকোয়েস্ট ডিপোজিট

এটি অনেকটা চুক্তির মতো। বায়ার যেই কাজ চেয়েছে সেটার জন্য পারিশ্রমিক কতটা নেবেন, তাই সংখ্যায় উল্লেখ করে দিতে হবে। তবে ডিপোজিট রিকোয়েস্ট করলেই হবে না, ডিপোজিট করার পর কাজ শেষ করে আপনাকে রেইজ ইনভয়েস করতে হবে অফিসিয়ালি টাকা আপনার ওয়ালেটে নিতে হলে।

ইস্যু রিফান্ড

কোনো কারণে যদি বায়ার ডিপোজিট করার পরও কাজটি আপনি না করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে আপনি রিফান্ড করে দিতে পারেন এ মেনু থেকে। আর এর জন্য উল্লেখ করতে হবে, কী কারণে রিফান্ড করছেন ড্রপডাউন বক্স থেকে।

পারতপক্ষে এ মেনু ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবেন। এর ব্যবহারে আপনার স্কোর

(বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়)

পিপল পার আওয়ার

(৪৬ পৃষ্ঠার পর)

রেটিং কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আপনার ক্লায়েন্টের পেমেন্ট অ্যাপ্রুভ হলেও তা প্রদর্শিত হবে ওয়ার্কস্ট্রিমে। আপনার ক্লায়েন্টকে ফিডব্যাক দিতে হবে এ ওয়ার্কস্ট্রিমে। ক্লায়েন্টের দেয়া ফিডব্যাকও প্রদর্শিত হবে এ ওয়ার্কস্ট্রিমে।

মোট কথা, একটি বায়ারের জব, একটি ওয়ার্কস্ট্রিম, আর সবকিছু ওখানেই। অযথা ছোটাছুটি করতে হবে না। সব পাবেন এক জায়গায়।

এন্ডর্স, স্টার ও লাইক

পিপিএইচে বায়ার সেলারের সার্ভিস রেটিং বা র‍্যাঙ্ক করার একটি প্রথা হচ্ছে এন্ডর্স আরেকটি স্টার। আপনি পিপিএইচে অ্যাকাউন্ট খোলার পরই অন্য পিপিএইচদের, তা হোক বায়ার বা সেলার, স্টার দিতে পারবেন। স্টার দিলে বোঝা যাবে সেই সার্ভিস বা অফার করা কাজটির মান উন্নত, আর পিপিএইচের জব ডাটাবেজে তা শো করবে ওপরের দিকে, অর্থাৎ অধিক স্টারযুক্ত আওয়ার্লি বা বায়ারের অফার করা জব, রোজ প্রকাশিত কাজের তালিকায় অগ্রগণ্য লাভ করবে।

এন্ডর্সমেন্ট হলো এমন একটি প্রথা, যা পাওয়ার মাধ্যমে আপনি অনেক বায়ারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন। এন্ডর্স আপনাকে যেকেউ করতে পারবে। অনলাইনেই যে তাকে থাকতে হবে তা নয়। হতে পারে আপনার সহকর্মী, বন্ধু কিংবা আত্মীয়। যেকেউ পারবে আপনার কাজ সম্পর্কে দুয়েক লাইন লিখে দিতে।

এন্ডর্স মানে জনসম্মুখে অ্যাপ্রুভাল দেয়া, একনলেজ করা। এটা ফিডব্যাক নয়। তাই বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সাররা এন্ডর্স করুক বা বাইরের দেশের বায়াররা আপনাকে একনলেজ করছে এটাই মূল বিষয়।

এন্ডর্স খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি নতুন সেলার হয়ে থাকেন। আপনার তেমন কাজের অভিজ্ঞতা যদি না থাকে ব্যাপার নয়। এ এন্ডর্সমেন্ট আপনাকে লাইমলাইটে তুলে আনবে। আর যদি আপনি নতুনই হয়ে থাকেন তবে এন্ডর্স করবে আপনার সতীর্থরা বা আত্মীয়স্বজনরা।

এন্ডর্স করতে হলে সেলারের পিপিএইচ প্রোফাইলের পার্মালিঙ্কে যেতে হবে, যেখানে তার প্রোফাইল প্রদর্শিত হবে। সেখানে তার আওয়ার্লির লিস্ট থাকতে পারে। নিচের অংশেই কমলা বোতামে Endorse লেখা দেখা যাবে। সেখানে ক্লিক করলেই সেলারকে এন্ডর্স করা সম্ভব হবে।

যেকোনো সেলারের অফার করা আওয়ার্লি আপনি লাইক করতে পারেন। তা ফেসবুকের মাধম্যে লাইক পেয়ে যাবেন। এ ক্ষেত্রে আপনার ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট থাকা বাঞ্ছনীয় কজ

ফিডব্যাক : shoeb.mo87@gmail.com